স্ব-শিক্ষায় উদ্ভাসিত এক অনন্য সাফল্যে উজ্জ্বল আনিকা রহমান লিপি

১৯৬৭ সালে জন্ম, চার ভাইবোনের মধ্যে তৃতীয় আনিকা রহমান লিপি। বাবা ছিলেন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষিত মা, ভাইবোন সবাই প্রাতিষ্ঠানিক সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত। জন্ম থেকেই লিপির সাথী হয়েছিল স্পাইনা বিফিডা নামের এক প্রতিবন্ধিতা, যা তাঁকে কোমরের নিচ থেকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে হুইল চেয়ারে নির্ভরশীল করে তোলে।

স্কুলে যাওয়ার বয়সে ভাইবোন সবাই স্কুলে যাওয়া এবং পড়াশোনায় ব্যস্ত, একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তাঁর মতো প্রতিবন্ধি মানুষের শিক্ষার পরিবেশ এবং সুযোগ কোনটাই নেই বলে স্কুলে যাওয়া আর হয়নি লিপির। নিজের প্রবল ইচ্ছার জোরে ভাইবোনদের বইখাতা ঘেঁটে বড় ভাইয়ের সহায়তা নিয়ে নিরলস চেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষার সমমানে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলেন। পরের ধাপগুলো অতটা কঠিন ছিল না কারণ বড়দের বইগুলো আর নানাবিধ তথ্যপত্র তাঁর জ্ঞান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পঁচিশ বছর বয়সে লিপি স্বেছাসেবক হিসেবে যোগ দেন ‘সোশ্যাল এসিষ্ট্যান্স এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালী ভালনারেবলস’ (এসএআরপিভি) নামে প্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়ে কর্মরত একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। সেখানেই প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নে নিজেকে সম্পৃক্ত করার ইচ্ছাটা জেগে উঠতে থাকে লিপির এবং সেই সাথে পেশাগত জ্ঞান অর্জনে তাঁকে আরো আগ্রহী করে তোলে। এই প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার প্রযুক্তি এক বিশেষ ভূমিকা তৈরি করে। কম্পিউটারের ক্রমবর্ধমান বিবর্তনের সাথে একাত্ব হয়ে লিপি তাঁর জ্ঞানের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করে তোলেন। তথ্যপ্রযুক্তি লিপির জীবনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ঘাটতি পূরণ করে তাঁকে শিক্ষিত করে তুলতে বিশাল ভূমিকা পালন করেছে এবং করে আসছে।

১৯৯৪ সাল, সেন্টার ফর ডিজ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়। তখন থেকেই লিপি নিজেকে এ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করেন। কিছুদিনের মধ্যেই লিপি নিজকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার বিশ্বাস তৈরি করে প্রাতিষ্ঠানিক স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমানের সহকারী সমন্বয়কারী পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে পেশাগত কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। অতঃপর সিডিডি’র মানবসম্পদ নীতিমালা অনুসরণে ধাপে ধাপে সহযোগী সমন্বয়কারী, সমন্বয়কারী এবং বর্তমানে সহকারী পরিচালক এবং সিডিডি’র প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান হিসেবে একজন সার্থক পেশাজীবীর দায়িত্ব পালন করে চলছেন।

প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নে নানাবিধ প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে একটি পরিচিত নাম আনিকা রহমান লিপি। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা সমাবেশে বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রমাণ করেছেন যে, একজন প্রতিবন্ধী নারী হয়ে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থেকেও স্ব-শিক্ষায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা কষ্টসাধ্য হলেও অসম্ভব কিছু নয়।